দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার যৌথ অভিযানে ২ আসামি গ্রেপ্তার

দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথ অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার এক আসামিসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গত বৃহস্পতিবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় দর্শনা থানার এএসআই শামীম হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে আবুল হোসেনের ছেলে ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি মিলনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেন।

পরে দামুড়হুদা ও দর্শনা থানা যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নাশকতা মামলার আসামি দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর গ্রামের মৃত আনোয়ার হোসেনের ছেলে জসিম উদ্দীনকে (৪৫) তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, গত এক মাস আগে দর্শনা পুরাতন বাজার এলাকায় ট্র্যাকে আগুন দেওয়ার ঘটনায় তাকে আটক করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত দুইজনকে গতকাল চুয়াডাঙ্গা আদালতে হাজির করে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

দর্শনায় যুবসমাজের উদ্যোগে রাস্তা সংস্কার

দর্শনায় আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকালে আজমপুর ৩ নং ওয়ার্ডের ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়।

আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মোঃ মাহাবুব আলাম বলেন, আজমপুর ৩ নং ওয়ার্ড অনেক অবহেলিত। দীর্ঘদিন ধরে এ

ওয়ার্ডের ২ টি রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তি হচ্ছে। এজন্য আমাদের উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করেছি আমাদের সাধ্য মতো। আমরা দর্শনা পৌরসভার পৌর প্রশাসকের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেছি দ্রুত রাস্তা সংস্কার করার জন্য অনুরোধ করেছি।

সাধারণ মানুষেরা বলছেন, আমাদের ওয়ার্ডের রাস্তা ২ টি চলাচলের উপযোগী ছিল না। অনেক দিন ধরে এ সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। আজ যুবসমাজের উদ্যোগে ২ টি রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষ চাই আমাদের এলাকার রাস্তাগুলো উন্নত হোক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আজমপুর যুব সমাজ ওয়াজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, আবু বক্কর, আবু সালেহ, হাসিবুল ইসলাম মন্টু, আব্দুল কাইযুম, আবুল কালাম, ফারুক হোসেন, সোহাগ, রাজু, রানা সহ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

দর্শনায় শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

দর্শনায় ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এই শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের সভাপতি রাসেল আহমেদ শাওন বলেন, আমরা দর্শনা পূর্ব রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পরানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণ চাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছি। আমাদের ভালবাসার বন্ধন সংগঠন ভবিষ্যতে এরকম কাজ অব্যাহত রাখবে। আপনারা জানেন, ভালবাসার বন্ধন সংগঠন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে দর্শনার জন্য। আপনারা সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং পাশে থেকে সহযোগিতা করবেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, ভালোবাসার বন্ধনের পরিচালক আরিফ

তরফদার, সিনিয়র সহ-সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ নুর নবী সুমন, মোঃ হাসেম, সাধারণ সম্পাদক আয়নাল হক সহ সংগঠনের সদস্যবৃন্দ।

দর্শনায় নাশকতা মামলায় ও ইয়াবাসহ গ্রেফতার-২

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৬০ পিচ ইয়াবাসহ নাশকতা মামলায় ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল মঙ্গলবার দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা থানার এস আই ইমরান ও সামসুর রহমান মঙ্গলবার দিনগত রাতে দর্শনা অকন্দবাড়িয়াা ও দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ২ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত দুজন দর্শনা থানার দক্ষিনচাঁদপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে ও নাশকতা মামলার আসামী মোহাম্মদ আলী (৩৩), দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরী গ্রামের (মাঝেরপাড়ার) মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০)।

তাদের দুজনকে ১৬০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি মোটরসাইকেলসহ আকন্দবাড়িয়া স্কুলের সামনের পাকা রাস্তার উপর থেকে গ্রেফতার করে।

গতকালই দুজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

যথাযোগ্য মর্যাদায় দর্শনায় মহান বিজয় দিবস পালিত

যথাযোগ্য মর্যাদায় দর্শনায় মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। বিজয় দিবস উপলক্ষে দর্শনার বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে র্যালি, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, পেশাজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। পরে সকাল সাড়ে ৮টায় এসব সংগঠন র্যালি করে দর্শনা কেরু আনন্দ বাজার বিজয় স্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

এরপর সকাল সাড়ে ৯টায় কেরু অ্যান্ড কোম্পানির উদ্যোগে দর্শনা কেরু হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করেন কেরু ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

দর্শনা পৌরসভা, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, কেরু চিনিকল কর্তৃপক্ষ, দর্শনা অনিবার্ণ থিয়েটার, দর্শনা বালিকা বিদ্যালয়, বাংলাদেশ জাসদ, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, দর্শনা প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), কেরু মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ, দর্শনা রেল বাজার দোকান মালিক সমিতি, দর্শনা কাস্টমস, দর্শনা মৌচাক সামাজিক সংস্থা, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, দর্শনা আঁচল ব্যান্ড সংগীত গোষ্ঠী, লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুল, দর্শনা আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দর্শনা উইমেন্স ক্লাব, পূর্ব রামনগর সরকারি বিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান র্যালিতে অংশ নেয়।

র্যালি শেষে এসব প্রতিষ্ঠানে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা কেরু চিনিকলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সকাল ৮টায় শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেরু চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান, মহাব্যবস্থাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, ফাইন্যান্স ও অর্থ বিভাগের আব্দুছ ছাত্তার, জিএম (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, এডিএম মির্জা গালিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। পরে রাব্বিক হাসানের সহযোগিতায় কেরু হাসপাতালে রোগীদের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়।

এদিন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে নানা কর্মসূচি পালন করে।

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

দর্শনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১০টায় দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে দিবসটি পালিত হয়।

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষক অধ্যক্ষ মোঃ লতাফত হোসেন জোয়ার্দ্দার, অধ্যাপক মোঃ রফিকুল ইসলাম ও অধ্যাপক মোঃ নাসীর উদ্দিনকে কলেজ থেকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এরপর থেকে আজও ওই তিনজন শিক্ষক নিখোঁজ রয়েছেন। তাঁদের স্মরণে আজ শনিবার দর্শনা সরকারি কলেজের আয়োজনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সভা শুরুর আগে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাহমুদুল হাসান এবং গীতা পাঠ করেন অন্তর। আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দর্শনা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ রফিকুল ইসলাম। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১৯৭১ সালে পরাজিত শত্রুরা এ দেশকে মেধাশূন্য করতে আমাদের সূর্যসন্তানদের বাড়ি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। একইভাবে দর্শনা সরকারি কলেজের তিনজন শিক্ষককেও কোথাও নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যক্ষ মফিজুর রহমান, সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও জেলা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি আব্দুল কাদের, দর্শনা পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি হারুন অর রশিদ, বিএনপি সমন্বয়ক মাহবুবুল ইসলাম খোকন, দর্শনা থানা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমির সাইকুল ইসলাম অপু এবং বিএনপির অন্যতম নেতা খন্দকার আব্দুল মুন্নাফ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, ছাত্রশিবিরের সভাপতি হামজা ফরাজি, সাধারণ সম্পাদক পলাশ আহমেদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন

দর্শনা সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের শিক্ষক মুকুল হোসেন।

হাদীর হত্যাচেষ্টা ও হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দর্শনায় বিক্ষোভ মিছিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদীর ওপর হামলার প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আয়োজনে দর্শনা রেলবাজার মুক্তমঞ্চের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে দর্শনা প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বাসস্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে এসে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক (চুয়াডাঙ্গা জেলা) আবিদ হাসান রিফাত, সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব তন্ময় হাসান, তৌহিদ, সাবেক আহ্বায়ক (দামুড়হুদা উপজেলা) বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আজহারুল ইসলাম সোহান, সাবেক আহ্বায়ক (দামুড়হুদা উপজেলা) সোহেল পারভেজ, জীবননগর উপজেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক আহ্বায়ক ও জেলা এসসিপির সদস্য জুবায়ের হোসেন, শান্ত, অনিক, রাতুল, রাকিব, চিকু, তুহিন, রাজুসহ আরও অনেকে।

এ সময় বিক্ষোভকারীরা বলেন, হামলাকারীদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আল্টিমেটাম দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বক্তারা বলেন, ওসমান হাদীকে হত্যার উদ্দেশ্যেই তাকে টার্গেট করে গুলি করা হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের অন্যতম শক্তি ওসমান হাদীর ওপর এই হামলা সন্ত্রাসীদের সুপরিকল্পিত কাজ।

তারা আরও বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র

হাদীর ওপর হামলার সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় আনতে হবে। অন্যথায় জুলাই যোদ্ধারা চুপ করে বসে থাকবে না, আবারও মাঠে নামবে। প্রয়োজনে আরও একটি গণঅভ্যুত্থান ঘটবে।
বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়কদের সাথে এমপি প্রার্থী খান বাবুর নির্বাচনী বৈঠক

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়কদের সঙ্গে নির্বাচনী বৈঠক করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দর্শনা ডাকবাংলোর কক্ষে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য সমন্বয়কদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে সমন্বয়কদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠনের দায়িত্বও তাদের হাতে তুলে দেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।

সমন্বয়কদের সঙ্গে বৈঠক শেষে ডাকবাংলো চত্বরে উপস্থিত নেতা- কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, নিজেদের এলাকায় সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, “নেতা-কর্মীরা কে কী করছেন, সব খবরই আমার কাছে রয়েছে। আমি দেখতে চাই, পৌর এলাকার সব নেতা-কর্মী মাঠে থেকে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করছেন কি না।”

তিনি নির্দেশনা দিয়ে বলেন, শৃঙ্খলা বজায় রেখে এখন ধানের শীষ প্রতীকের ভোটের লিফলেট বিতরণ করতে হবে। কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না। সারিবদ্ধভাবে সিনিয়র নেতারা সামনে এবং অন্যরা পিছনে থেকে লিফলেট বিতরণ করবেন।

পরে তিনি দর্শনা পৌর বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে দর্শনা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ করেন।

এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও দর্শনা পৌর সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, শ্রমিক দলের নেতা শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার, দর্শনা পৌর সমন্বয়ক ও সাবেক দর্শনা সরকারি কলেজের জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল, সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, নাহারুল ইসলাম মাস্টার, প্রভাষক মশিউর রহমান, লুৎফর রহমান, জালাল হোসেন লিটনসহ ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা।

দর্শনার গড়াইটুপি ইউনিয়নে বিএনপির প্রার্থীর পথ সভায়

ধর্মভীরু আমরা, কিন্তু আমরা ধর্মান্ধ না বলে মন্তব্য করেছেন বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু।গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ৩টা থেকে চুয়াডাঙ্গা ২ নির্বাচনী এলাকা দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গহেরপুর গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেন তিনি। পরে পর্যায়ক্রমে ইউনিয়নের আরও ৮ স্থানে পথসভা করেন বিএনপি মনোনীত এমপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু।

জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি ধর্ম যার যার..রাষ্ট্র সবার। ধর্মভীরু আমরা, কিন্তু আমরা ধর্মান্ধ না..একই সাথে ধর্ম নিয়ে আমরা কোনো ব্যবসা করতে চায় না। একেবারে পরিষ্কার বিষয়। ধর্মকে ব্যবহার করে আমরা রাজনীতি করতে চায় না। এটাই বিএনপির রাজনীতি। আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বার বার সংগ্রাম করেছেন দেশের মানুষের অধিকারের জন্য। দেশের সার্বভৌমত্বের জন্য।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী বাবু খান বলেন, আমরা অতীতে সেকল প্রতিশ্রুতি দিয়েছি অধিকাংশই পালন করেছি। আমরা কখনোই বলি নাই যে, যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ১০০ শতাংশ পূরণ করা হয়েছে। আমরা

যা প্রতিশ্রুতি দিই, অধিকাংশ পূরণ করার চেষ্টা করি।

বিজিএমইএর সভাপতি বলেন, আপনাদের দাবির ভেতরে নাই, কিন্তু আমরা যেটা বলি..সেটা হচ্ছে কৃষির উন্নয়ন। অত্র অঞ্চলে একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করা হলো আমাদের প্রতিশ্রুতি। সেটা আমরা করব। আমরা আরও একটি প্রতিশ্রুতির কথা বলি যেটা হচ্ছে নতুন ধারণা, যেই ধারণা অত্র অঞ্চলে নাই সেটা হচ্ছে এই…মোবাইল হাসপাতাল। এখান থেকে অনেক দূরে হয়তো হাসপাতালে যেতে হবে। কিন্তু মৌলিক যে পরীক্ষা, সেগুলো বাসের মধ্যে যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থার থাকবে। সেই বাসটি ইউনিয়ন থেকে ইউনিয়ন ঘুরাঘুরি করবে। যারা প্রয়োজন মনে করেন.. একেবারে প্রান্তিক পর্যায়ের জনগণ এই হাসপাতালগুলোতে যেয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করাতে পারবেন। সেই উদ্যোগ আমরা নেব।

বাবু খান বলেন, ধানের শীষের প্রতি আপনাদের অতীতে সমর্থন যেভাবে ছিল আমরা চায় সেইভাবে ধানের শীষের প্রতি আপনাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে। একটি সুন্দর বাংলাদেশ আমরা উপহার দেব। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল জিন্দাবাদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সহ-সভাপতি আক্তার হোসপন, সাধারণ সম্পাদক আহাম্মদ আলী, দর্শনা থানা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলাম যুদ্ধ, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক আসলাম উদ্দীন, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির মহাব্বত আলী, সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলামসহ ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

দর্শনায় আনছার-ভিডিপির মৌলিক

প্রশিক্ষণ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে একযোগে ৫ম ধাপে আনছার-ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে দর্শনা কলেজ বিজ্ঞান ভবনে ১০ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে দর্শনা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী আনছার ও ভিডিপির মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

গত ১লা ডিসেম্বর থেকে আনছার ও ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে আনছার ও ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীরা আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন সারজিদ হোসেন ও হুমায়ুন কবির। এছাড়া দলনেতা হিসেবে এ প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন সৌরভ, রোজিনা খাতুন ও আমেনা খাতুন।